প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।
Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1, Issue-12 Bardhaman , 30 November. 2023 Rs. 2.00 (Four Pages) Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● ষাটোর্ধ্ব সকল সাংবাদিককে পেনশন স্কিমের আওতায় নিয়ে আসার আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা।

● রাজ্যে মিড ডে মিলে দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী, নদীয়ার কৃষ্ণনগরের জনসভায় দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

● "পিএম কেয়ারের হাজার হাজার কোটি টাকা কোভিডের সময় লুট করেছে মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জির মতো চোরকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাইরে থাকতে দেব না। বড় বড় কথা, চার জনকে ধরলে আট জনকে! বাপের বেটি হলে ধরে দেখান....চোরদের রাণীকে জেলে পুরতে হবে। কয়লা ভাইপোকে জেলে পুরতে হবে", মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● "বাংলার মানুষ আপনার খেলা বুঝে নিয়েছেন। বাংলার মানুষ আগামী ২০২৪ নির্বাচনে সবুজ আবিরকে ফিকে করে দেখিয়ে দেবে", মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে ডিসেম্বরেই দিল্লি অভিযানের ডাক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● প্রয়াত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি ফাতিমা বিবি (৯৬)। তিনি তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের দায়িত্বও সামলেছেন।

● বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে জরিমানা বাবদ প্রায় ৫৪ কোটি টাকা আদায় করল পূর্ব রেল। গত ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সাত মাসে এই জরিমানা আদায় করেছে রেল।

● জমিতে নাড়া পোড়ানো চলছেই। বাড়ছে দূষণ, নষ্ট হচ্ছে মাটির গুণাগুণ। বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের সচেতন করতে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সেভাবে দেখা যাচ্ছে না, অভিযোগ।

● পূর্ব বর্ধমান জেলার কয়েকটি ব্লকে পরিবর্তন হতে চলেছে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ! বাতিলের খাতায় কারা ? বাড়ছে জল্পনা। কাদের ঘাড়ে পড়বে কোপ, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

(এরপর চারের পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গের সাথে যারা বেইমানি করেছে তাদের শেষ দেখে ছাড়ব, তৃণমূলকে নিশানা করে জামালপুরের সভা থেকে হুঙ্কার দিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি

ইসরাইল মল্লিক ঃ অধিকার বুঝে নিতে ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে কোচবিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত শুরু হয়েছে ইনসাফ যাত্রা। আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ছাত্র যুবদের এই ইনসাফ পদযাত্রা।প্রায় সাড়ে আটশো কিলোমিটার পথ হেঁটে শনিবার ২৩ তম দিনে মেমারি থেকে জামালপুরে প্রবেশ করে ইনসাফ যাত্রা।জামালপুরের কুলীন গ্রাম থেকে শুরু হয় না-ইনসাফির বিরুদ্ধে অধিকার বুঝে নিতে ডিওয়াইএফআই-এর ইনসাফ পদযাত্রা।সকাল ন'টায় কুলীন গ্রাম থেকে ইনসাফ পদ যাত্রা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময় থেকে দু'ঘন্টা দেরিতে শুরু হয় ইনসাফ

যাত্রা।কারণ মেমারি থেকে জামালপুর আসার পথে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি সহ ইনসাফ যাত্রার প্রতিনিধিরা রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়েন বলে জানা যায়।যদিও তাতে কুলীন গ্রামে উপস্থিত মানুষের এতটুকু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। কুলীন গ্রামে উপস্থিত কৃষক, শ্রমিক,খেতমজুর সহ অগণিত সাধারণ মানুষ ফুল,মালা দিয়ে স্বাগত জানান ইনসাফ যাত্রার প্রতিনিধিদের। তারপর শুরু হয় দীর্ঘ পদযাত্রা। কুলীন গ্রাম থেকে জৌগ্রাম অভিমুখে পথ চলতে চলতে এই প্রতিবেদকের মুখোমুখি হয়ে যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি ইনসাফ যাত্রার কারণ সম্পর্কে বলেন, "কাজের দাবিতে, শিক্ষার দাবিতে, শিল্পের দাবিতে , খেতে ফসলের দাবিতে, শ্রমিকের মজুরির দাবিতে এই ইনসাফ যাত্রা। এই দাবি গুলো উঠাতে হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিটা সময়। এটাই পশ্চিমবঙ্গের এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে করুণ দিন। কারণ যারা

(এরপর তিনের পাতায়)

রক্ত দেব, বেইমানদের কাছে মাথা নত করবো না, বিস্ফোরক অসীমা পাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বৃহস্পতিবার, ২৩ নভেম্বর নেতাজি ইনডোরের দলীয় সমাবেশ থেকে বিজেপিকে কার্যত তুলোধোনা করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। বিজেপিকে নিশানা করে অসীমা পাত্র বলেন,"২০২৪ এর নির্বাচনের আগে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাতেও যে ভাবে বিজেপি ইডি সিবিআই দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করতে চাইছে তারা জানে না এটা বাংলা। বাংলা মাথা নত করতে জানে না। বিগত দিনে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেখিয়ে গেছেন, রক্ত দেব, তবু বেইমানদের কাছে

মাথা নত নয়।২০২৪ এ এই বেইমানদের কাছে বাংলার জনগণ মাথা নত করবে না। খালি বলছে দুর্নীতি! কোথায় দুর্নীতি !যদি ২১৩ টাকার হিসাব তুমি নাও,যদি টাকা বন্ধ

(এরপর তিনের পাতায়)

শুধু জেলা নয়,খাস কলকাতায় ফের রেফার রোগের অভিযোগ সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শুধু জেলা নয়, খাস কলকাতায় এবার ফের রেফার রোগের অভিযোগ !রাজ্যের নাম করা সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল ঘুরেও মিলল না বেড! কলকাতা শহরের পাঁচটি হাসপাতাল ঘুরতে হল ভবানীপুরের বাসিন্দাকে। এসএসকেএম,কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস - এর মত হাসপাতালে গিয়েও বেড মেলেনি। ভবানীপুরের বাসিন্দা রূপসা চক্রবর্তীর মা শবরী চক্রবর্তী(৬২) শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন।প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে হয়রানির শিকার হতে হয় চক্রবর্তী পরিবারকে। হয়রানির শুরু হয় শুক্রবার রাত নটা থেকে। কার্ডিওলজি বিভাগ না থাকায় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে প্রথমে রেফার করা হয় এবং তারপরে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।বেড না মেলায়

(এরপর তিনের পাতায়)

তৃণমূল সরকারকে উপড়ে ফেলে দেবার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার ধর্মতলায় বিজেপির প্রতিবাদ সভা থেকে তৃণমূলকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহ্বান জানান,"২০২৬ সালে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠন করতে হলে ২০২৪ - এ মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তৃণমূলকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, "মমতা ব্যানার্জির সরকারকে উপড়ে ফেলে দিন।" কেন্দ্রীয় তিনি আরও বলেন,"ভোট হিংসা বেশি হয় বাংলায়। অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে পারেননি মমতা ব্যানার্জি। যে

(এরপর তিনের পাতায়)

বকেয়া মিটিয়ে বঞ্চিতদের লড়াই - আন্দোলনে থাকার বার্তা দিলেন অভিষেক

ইসরাইল মল্লিক ঃ কথা রাখলেন অভিষেক ব্যানার্জি। গত ৩ অক্টোবর গিয়েছিলেন তাঁদের প্রাপ্য টাকা তাঁর তরফ থেকেই মিটিয়ে দিয়ে পাশে

তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র যদি টাকা না মেটায়, যে সকল জব কার্ড হোল্ডার তাঁদের সঙ্গে দিল্লি দাঁড়াবেন তিনি। যেমন কথা তেমন কাজ। কথা মতো মেটালেন জব কার্ড

(এরপর তিনের পাতায়)

Khabor Sojasuji Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 Issue-12 30 November. 2023

রেফার রোগ !

রাজ্য প্রশাসন বার বার সতর্ক করলেও পুরোপুরি সারছে না সরকারি হাসপাতালের রেফার রোগ। মাঝেমধ্যেই দেখা যায় রেফার হওয়া মুমুর্ষ রোগীকে নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটতে হয় অসহায় রোগীর পরিবার পরিজনকে।শুধু জেলা নয়, খাস কলকাতাতেও মাঝেমধ্যেই একই চিত্র চোখে পড়ে। অনেক সময়েই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে কথায় কথায় বা বিভিন্ন অছিলায় রোগীকে জেলা হাসপাতাল থেকে শহরের হাসপাতালে রেফার করা হয়। ফলে শহরের হাসপাতালে অহেতুক রোগীর চাপ বাড়ে। আবার শহরের হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে এলেও রোগীকে ভর্তির কোনও নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময়েই রোগীর পরিবারকে শুনতে হয় বেড নেই। বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে ইডি-সিবিআইয়ের ডাক পাওয়া রাজ্যের নেতা মন্ত্রীরা এসএসকেএম - এর মতো সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যেকোনো সময় ভর্তি হতে পারেন, তাদের জন্য বেডের অভাব হয় না। তাদেরকে জামাই আদর করে ভর্তি নেওয়া হয়। আর যত সমস্যা দেখা যায় সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে।তাদেরকে অনেক সময়েই শুনতে হয় বেড নেই। সাধারণ মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় মুমুর্ষ রোগীকে নিয়ে, এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে। যদিও এই রেফার রোগ আটকাতে মুখ্যমন্ত্রী বার বার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে রোগীকে রেফার করে দেওয়ার ট্রাডিশন চলেই যাচ্ছে। চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগীর পরিবার পরিজন।সরকারি হাসপাতালের এই রেফার রোগ আটকাতে আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক সরকার, চাইছেন সাধারণ মানুষ।

দুর্নীতির দাপাদাপি

পার্থ পাল

রবিবারের সকাল। সেলুন সরগরম। চুল কাটাবেন বলে তন্ময় মাস্টার অপেক্ষা করছেন। হাতে ‘খবর সোজাসুজি’। দত্ত পাড়ার পরানও এসেছেন সেলুনে। মাস্টারকে নাগালে পেয়ে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি -‘‘আচ্ছা মাস্টার, আমাদের ছেলেটার ইস্কুলে মিড-ডে মিলে সপ্তাহে তিন দিন সোয়াবিনের ঝোল খাওয়াচ্ছে। অথচ তোমাদের ইস্কুলে শুনতে পাই ভালো ভালো খাবার খাওয়াও। মাসে একবার জম্পেশ করে মাংস-ভাতও হয়। একই তো বরাদ্দ; তবু দুই ইস্কুলে খাওয়া-দাওয়ার এত তফাৎ কেন গো? ”

এমন প্রশ্নবানে প্রমাদ গুণলেন তন্ময়বাবু। সর্বসমক্ষে কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। ২০০২ সালে সারাদেশের স্কুলে চালু হওয়া ‘মিড-ডে মিল’ বর্তমানে ‘ পিএম পোষণ ‘। এই মানবিক প্রকল্পে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম পর্যন্ত পড়ুয়াদের মাথাপিছু বরাদ্দ ৪ টাকা ১৩ পয়সা। আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য মাথাপিছু ৬ টাকা ১৮ পয়সা মাত্র! এই সামান্য অর্থে বাচ্চাদের মুখে সয়াবিনের ঝোল অথবা কম দামী সবজির ঘ্যাঁট তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পরানের ছেলে যে স্কুলে পড়ে, তাদের পরিচালকেরা তাই করেন। তন্ময়বাবুর স্কুল নীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে যায় বলেই মাসে একবার মাংস-ভাত খাওয়াতে পারে। ব্যাপারটা একটু খোলসা করি। ধরা যাক, একটি স্কুলে ৬০০ জন পড়ুয়া মিড-ডে মিলের আওতাভুক্ত। যেকোনো একটি দিনে উপস্থিতি ৫০০ জনের। তাদের মধ্যে মিল খেতে না চাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা ১০০ জন। তবে হিসাবটা দাঁড়ালো ৪০০ জন দুপুরের খাবার খাবে। এবং সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থ পাবে তারাই। তন্ময়বাবুদের স্কুল হিসাবে দেখালেন ৫০০ জনই খাবে। তাতে ওই ১০০ জন না খেতে চাওয়া পড়ুয়ার বরাদ্দ টাকা ব্যয় হলো ৪০০ জনের খাবারে।আর এভাবেই প্রতিদিনের খাবারের মান বাড়লো। সয়াবিনের ঝোলের বদলে এলো পটল চিংড়ি, মাংস-ভাতের মতো লোভনীয় খাবার। লাভবান হলো ছাত্র-ছাত্রীরা। নীতি থেকে দূরে থাকলেও এটা কি দুর্নীতি? এই দুধে জল মেশানো হিসাব প্রশাসনের সকলেই জানেন। জানেন সর্বভারতীয় সংস্থাও। তবুও তাঁরা মাথাপিছু বরাদ্দ বাড়ান না। অর্থাৎ দেশের নীতি নির্ধারকরা শিক্ষকদের প্রাণিত করেন দুর্নীতি করতে।

ঠিক একই ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে চারিদিকে। দিনের আলোয় নদীর বালি লুট হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ নিজেরটা বুঝে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পরিবেশকর্মী, নদী বিশেষজ্ঞরা প্রতিবাদ করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কাজের কাজ হচ্ছে না। কারণটা সবাই জানেন - কাটমানি। এক্ষেত্রে নদী থেকে বালিতোলা শ্রমিক, বালিখাদানের মালিক, লরি মালিক, পুলিশ, স্থানীয় সমাজসেবী(!)- কে দোষারোপ না করে ধরতে হবে মাথাকে। কারণ মাথা ঠিক থাকলে বাকি শরীরটাও ঠিক থাকতে বাধ্য।

বাধ্য ছাত্র-ছাত্রী, যাঁরা অধ্যয়নকে তপস্যা জ্ঞান করে জীবন গড়তে চেয়েছেন, যাঁরা চাকরির পরীক্ষায় নিজের ক্ষমতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা চাকরি পায়নি। উল্টো পথে হেঁটে টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছেন অনেকে। হৈচৈ হওয়ার পরে হারিয়েছেনও তা।এভাবেই কত যৌবন হাহাকার করে কাটাচ্ছেন দিন। সর্বোপরি উপভোক্তা ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণ বঞ্চিত হচ্ছেন যোগ্য ও সেরা পরিষেবা থেকে। প্রশাসনিক কর্তাদের সীমাহীন লোভ এবং সর্বময় কর্তাদের মদত ছাড়াএমন লাগামছাড়া দুর্নীতি সম্ভব? এ তো দুধে জল নয় ; জলে দুধ মেশানোর মতো ভয়ংকর, গর্হিত কাজ।

কয়েকদিন আগেই দেখা গেল, সারের দোকানদাররা প্যাকেটের উপর লিখিত মূল্যেরও বেশি দাম নিচ্ছেন চাষীদের থেকে। হতভাগ্য চাষীভাইরা তাই দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যাহত হচ্ছে চাষ। ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য তথা দেশের। তাতে বয়েই গেছে কাটমানিজীবীদের। তাই এখানে সার ব্যবসায়ীদের সব দোষটা দেওয়া ঠিক নয় ; দোষ তথাকথিত সমাজনিয়ন্ত্রকদেরও।

আক্ষরিক অর্থেই দুর্নীতি এ সমাজে বহুরূপীর মত আনাচে-কানাচে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন, অতিমারীর সময় থেকেই সরকার রেশন মারফত অতিরিক্ত চাল,গম দিয়েই চলেছেন। দুয়ারে বসেই সে পরিষেবা পাচ্ছেন উপভোক্তারা। রেশন ডিলার পাড়া থেকে চলে যাওয়া মাত্রই হাজির হচ্ছেন গম বা আটা ব্যাপারিরা। তাঁরা সেই গমের প্যাকেট কম দামে কিনে বিক্রি করছেন বড় কোম্পানির কারখানায়। এতে লাভবান হচ্ছে কোম্পানি। ক্ষতি হয়ে চলেছে দেশের অর্থনীতির। এও কি দূর-নীতি নয়?

অমৃতের উৎস সন্ধানে

জয়ন্ত বারিক

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। বিগত ৫০ বছরে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে তার থেকেও দ্রুত গতিতে কমেছে কৃষিজমি। আগামী ৫০ বছরে বিশ্বে দেখা দিতে পারে চরম খাদ্য সংকট। অন্যদিকে বাড়ছে সভ্যতা,পাল্লাদিয়ে দূষণ, জীবন হয়েছে আরামপ্রদ- কর্ম বিমুখ। বাড়ছে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাকের মত রোগ। সবদিক ব্যালেন্স করে চলতে আমাদের অনেক ভাবতে হচ্ছে। যেহেতু কৃষি জমির পুনরুদ্ধার সম্ভব নয় তাই আমাদের সাস্টেনবল ফুড প্রোডাকশনের দিকে নজর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য উর্বর জমির ও প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।এবং এইজন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বিপুল পরিমানে করতে হয়। মিলেট উৎপাদনে কম জলের প্রয়োজন হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় না।আবার মিলেট উৎপাদনে পতিত জমি ও অকৃষি অনুর্বর জমিতে ফসল ফলানোর দিকে জোর দেওয়া হয় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দুটো খাবার তুলে দেবার জন্য। এই রকম একটি দানা শস্য বা খাদ্য হল মিলেট। আমরা শুরু থেকেই জেনেছি জোয়ার রাগী কে একত্রে মিলেট জাতীয় খাদ্য বলে। এই মিলেট একদিকে খাদ্যের ব্যালেন্স করে ও অন্যদিকে একপ্রকার সর্বরোগহর খাদ্যগুণ সম্পন্ন ফুডগ্রেন। চলতি কথায় এটি এক প্রকার ঘাসের দানা বা শস্য দানা। মিলেট একটি প্রোটিন, মিনারেল, উচ্চফাইবারসমৃদ্ধ খাবার। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পর অমৃত মহোৎসবে ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, পুষ্টিবিদদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী ইউনেস্কো বা রাষ্ট্রসংঘ ভারতের প্রস্তাবনার সম্মান দিয়ে এবং বিশ্বকে আগামী সংকট থেকে বাঁচাতে এই ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক ইয়ার অফ মিলেট বলে আখ্যা দিয়েছেন। এককথায় মিলেট এই শতকের অমৃত।

পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রফেসর দক্ষিণ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর খাদের ভালি যাকে ‘‘মিলেট ম্যান অফ ইন্ডিয়া’’ বলে জানি, তিনি প্রখ্যাত খাদ্য পুষ্টি বিশেষজ্ঞ অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন আমেরিকায় গবেষনা করে এর উপকারিতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলি, পৃথিবীর মধ্যে মিলেট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভারতবর্ষ। মিলেটের জনপ্রিয়তা ব্যবহার গুণকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আগেই বলেছি যে ২০২৩ সালকে ‘‘ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস’’ ও ভারত সরকার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টিকিটের পিছনে মিলেটের প্রচার চালাচ্ছে। সারা বিশ্ব তো ধান ও গমের উপর খাদ্যে নির্ভরশীল। মিলেটকে এভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে ধান ও গমের উপর খাদ্য যোগানের চাপ অনেকটা কমবে।২০৩০ সাল পর্যন্ত স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে এই পথচলা শুরু হয়েছে। তার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হল মিলেটকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার।এতে রোগেরও প্রাদুর্ভাব কমবে, সুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে অনেকটা। ঔষধ এর ব্যবহার কমবে লক্ষ্যণীয় ভাবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারতবর্ষে ১২ রকম প্রজাতির মিলেট পাওয়া যায়।বিজ্ঞানী পুষ্টিবিদ পদ্মশ্রী ডক্টর খাদের ভালি এর থেকে পাঁচ ধরনের মিলেট কে শ্রীধন্য মিলেট হিসাবে অভিহিত করেছেন।এই পাঁচ ধরনের মিলেট হল কোডো মিলেট, ব্রাউন টপ মিলেট, লিটিল মিলেট, ব্রান ইয়ার্ড মিলেট, ও ফক্স টেল মিলেট। এই মিলেট গুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করলে ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, ওবেসিটি, ফ্যাটি লিভার, নার্ভের ডিসঅর্ডার, আর্থারাইটিস প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সভ্যতার আদিতে মানুষ মিলেটকে খাবার হিসেবে গ্রহন করেছিল। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে ধানের ফলন ছিল খুব কম কিন্তু খাদ্যগুন ছিল বেশি। বর্তমান জনবিস্ফোরণ ও তার খাদ্য চাহিদা ঠেকাতে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম ফলনের জন্য কীটনাশক , রাসায়নিক সার এর ব্যবহারে খাবারের গুনগত মান যেমন কমছে, তেমনি পালিশ করা চালের মধ্যে চালের প্রধান উপকরনটাই অনুপস্থিত। গমের মধ্যে গ্লুটেন নামক রাসায়নিক পদার্থ ডায়াবেটিসের কারণ। তাই বর্তমানে ধান ও গমকে নেগেটিভ ফুড গ্রেন ও উত্তম ফাইবার মিনারেল সমৃদ্ধ মিলেটকে পজেটিভ ফুড গ্রেন বলে গন্য করা হয়।ধান ও গমের মধ্যে ফাইবার কম থাকার জন্য এদের তৈরি ভাত বা রুটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে রক্তে খুব তাড়াতাড়ি গ্লুকোজ মিশে যায়,তৈরি হয় ডায়াবেটিক রোগী। অন্যদিকে মিলেটের মধ্যে উচ্চ ফাইবার থাকার জন্য গ্লুকোজ খুব ধীরে ধীরে রক্তে মেশে। তার জন্য ডায়াবেটিস রোগের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

ধানের ভাতে কার্বোহাইড্রেট ৭৮ থেকে ৮০ শতাংশ।মিলেট এর ভাতে এই গড় ৬৫ শতাংশ।তাই মিলেট গ্রহণ করলে ক্যালোরি ইন্টেক কম হবে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মিলেটের মধ্যে নয় থেকে বার শতাংশ ফাইবার, ধানের চালে কোন ফাইবারই নেই।তাই দুবার যদি দিনে মিলেটকে খাদ্য হিসেবে করা যায় তাহলে ৭৫ শতাংশ ফাইবারের ঘাটতি মিটে যায়। বাকি ২৫ শতাংশ ফল শাকসবজি থেকে আমরা পূরন করতে পারি। মিলেটে প্রোটিন ১০ থাকে অন্যদিকে চালে ৭। মিলেটে ভিটামিন বেশি থাকে, তুলনামূলক ভাবে চালে অনেকটা কম থাকে। তাই এই স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে অমৃতযোগ তৈরি হয়েছে তাতে সরকার মনে করেছে মিলেট, রোগজরাজীর্ণ ভুবুক্ষু মানুষের কাছে অমৃত সমান। জি ২০ সম্মেলনও এ বছর হচ্ছে ভারতবর্ষে, আর এর মূল বিষয়টি হল পরিবেশ। তাই এই ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ন।

এবার আসি মিলেটের রান্নার পদ্ধতি নিয়ে। যেহেতু মিলেটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার শক্ত বাঁধনে বাধা থাকে তাই মটর কড়াই,ছোলা কড়াই যেমন ভিজিয়ে রাখতে হয় রান্না করার ঠিক আগে, তেমনি মিলেটকেও নূন্যতম আটঘন্টা জলে দিয়ে রাখলে এবং মাটির পাত্রে রান্না করলে ও সেটিকে আরো ৬ ঘন্টা সন্ধান প্রক্রিয়ায় রেখে দিলে মিলেটের ফাইবার আলগা হয়ে যায় ও কিছু ভালো উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দেয়।ফলে সেটা অনেক সহজ পাচ্য হয়ে যায়। অনেকে বলবে এটা বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু আমার এক বন্ধুর কথায়, যার দ্বারা আমি মিলেট সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছি ও জেনেছি, এই ছোটখাটো ঝামেলাটা করতে পারলে তাহলে জীবনে প্রচুর ওষুধ ও ল্যাবের বিল, হাসপাতালে উদ্বিগ্ন মুখ এগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি।তাই ইউনেস্কো অনেক চিন্তাভাবনা করে এই বছরকে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস বলে ঘোষনা করেছে। আসুন আমরা সকলে মিলেট নামে অমৃত কে গ্রহণ করি সকলে সুস্থ থাকি বা সুস্থ থাকার চেষ্টা করি।

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূল সরকারকে উপড়ে ফেলে দেবার

মমতা ব্যানার্জি সংসদে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন,তিনিই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার কার্ড করে দিচ্ছেন।" মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,''যে বাংলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা যেত, এখন সেখানে বোমার শব্দ শোনা যায়। আমি গুজরাতে কোনও নেতার বাড়ি থেকে এত টাকা উদ্ধার হতে দেখিনি।যে বাংলা গোটা দেশকে নেতৃত্ব দিত সেই বাংলা দিদি ধ্বংস করে দিয়েছেন।" কয়লা থেকে শিক্ষা সব বিষয়েই দুর্নীতি ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন অমিত শাহ। কেন্দ্র বাংলার মানুষদের জন্য টাকা পাঠালেও তৃণমূলের সিন্ডিকেটের নেতারা তা আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সিএএ আইন কার্যকর হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। তৃণমূল সরকারকে বাংলা থেকে উপড়ে ফেলার ডাক দেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন,'' বাংলার উন্নয়ন চাইলে মমতা ব্যানার্জির সরকারকে উপড়ে ফেলে দিন। মোদীজির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার উন্নয়ন।" মমতা ব্যানার্জি মোদীজিকে উন্নয়ন করতে দিচ্ছেন না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।২০২৬ - এর নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি বাংলায় সরকার গঠন করবে বলেও দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

(প্রথম পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গের সাথে যারা বেইমানি করেছে

বলেছিল মানুষের এসব সমস্যা থাকবে না, তারা ভোট পেয়ে মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করছে।তাই যারা মানুষের বিরুদ্ধে,তাদের বিরুদ্ধেই আমরা ইনসাফ চাই।" রাজ্যে একাধিক দুর্নীতি ইস্যুতে মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন, ''সরকার চেয়েছে তাই দুর্নীতি হয়েছে।সরকার যদি না চাইতো যে দুর্নীতি হবে না,তাহলে হতো না।" রাজ্যে মিড ডে মিলে সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন,''যতদিন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে ধরা না পড়ছেন, কারণ তার অঙ্গুলি হেলন ছাড়া এবং তার বিনা জানা বোঝায় এক পয়সাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের টাকা চুরি হয়েছে এটা আমরাও মানতে রাজি নই,পশ্চিমবঙ্গবাসীও মানতে রাজি নয়।"

কুলীন গ্রাম থেকে জৌগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ আট কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে যান ইনসাফ যাত্রার প্রতিনিধিরা। কোচবিহার থেকে জামালপুর পর্যন্ত প্রায় ৮৫০ কিলোমিটার পথ ইতিমধ্যেই পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছেন ইনসাফ যাত্রার প্রতিনিধিরা।শনিবার,২৫ নভেম্বর কুলীন গ্রাম থেকে শুরু হওয়া মিছিলের সামনে ছিলেন মীনাক্ষী মুখার্জি,ধ্রুবজ্যোতি সাহা,অয়নাংশু সরকার,সমর ঘোষ,সমর হাজরা,কাশী সরকার,অপূর্ব চ্যাটার্জি, অমিত মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।সঙ্গে অগণিত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ।দুপুরে জৌগ্রামে পৌঁছে সাময়িক বিরতি।তারপর সারাংপুরে শহীদ রঞ্জিত মন্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর বিকেলে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকে জামালপুর হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতু পর্যন্ত আবার দীর্ঘ পথ হাঁটা।ধামসা মাদলের তালে তালে পা মিলিয়ে মিছিল এগিয়ে চলে হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুর দিকে। ইনসাফ যাত্রাকে স্বাগত জানাতে রাস্তার দু'পাশে চোখে পড়ে অগণিত মানুষের ভিড়।সন্ধ্যায় হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুতে পৌঁছে সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে এদিন শেষ হয় ইনসাফ যাত্রা।

জামালপুরে হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুতে মিছিল পৌঁছানোর পর উপস্থিত জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি,ডিওয়াইএফআই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অয়নাংশু সরকার এবং ছাত্র নেতা অনির্বাণ রায় চৌধুরী। সেখানে ইনসাফ যাত্রার প্রচারের গাড়িকেই মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শনিবারের সন্ধ্যায় জামালপুরের এই বিশাল সমাবেশ থেকে তৃণমূলকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করেন যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি।হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুতে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বলেন, ''জামালপুরের সভা থেকে গোটা রাজ্যের মানুষকে কথা দিতে চাইছি, পশ্চিমবঙ্গের সাথে যারা বেইমানি করেছে তাদের শেষ দেখে ছাড়ব। তাদেরকে একচুল ছেড়ে দেবার কোনও জায়গা নেই। ডিওয়াইএফআই- এর ঐতিহ্য, লড়েছে, বিপদে পড়লেই ডিওয়াইএফআই রাস্তায় নেমেছে। আছে দীপা মন্ডল।২০০৮ সালে ওই কুলটি থেকে কলকাতা হেঁটে গিয়েছিল শুধুমাত্র বন্ধ কল কারখানা গুলো,যে গুলোকে বিজেপি বন্ধ করে দিচ্ছে সেগুলোকে খোলার জন্যে। হেঁটেছে অভিজিৎদা।হেঁটেছে সন্দীপ।আজ থেকে দু'বছর আগে চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা,যে কারখানা গুলো বিজেপি আবার বন্ধ করে দিতে চাইছে তার জন্য। শুধু তার জন্য ! সারের কালো বাজারি নেই ? কৃষকের মান্ডিতে তৃণমূলের ব্লক সভাপতিদের নেড়ি কুত্তাদের, গুন্ডাদের দাঁড় করিয়ে জোর করে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করছে তার বিরুদ্ধে লড়াই নয় ! লড়াই যারা ধর্মের নামে, ভাষার নামে আমাদেরকে প্রতিমুহূর্তে ভাগ করে দিতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে নয় ! লড়াইটা আমাদের জাতি, লড়াইটা আমাদের বিভিন্ন ধর্ম , লড়াইটা আমাদের বিভিন্ন ভাষার একতাকে রক্ষা করার জন্য নয় ! লড়াইটা আমাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য নয় ! তাহলে কারা এই লড়াইকে দমিয়ে দিতে চাইছে ? তারাই দমিয়ে দিতে চাইছে যারা গণতন্ত্রকে পায়ের জুতোর তলায় পিষে মারতে চাইছে।কারা গণতন্ত্রকে পিষে মারতে চাইছে ? কারা ? যারা কাকলি ক্ষেত্রপালকে খুন করে দিল তারা।কারা এই গণতন্ত্রকে পিষে মারতে চাইছে ? যারা কাকলি ক্ষেত্রপালকে খুন করল আর পুলিশ ভুঁড়ি বাগিয়ে তৃণমূলের গাড়ির পিছনে জো স্যালুট জো হুজুরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।কারা এই গণতন্ত্রকে পায়ের বুটের নিচে পিষে ফেলল ? যারা এই ভোটের সময় আমাদেরকে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দিল না।কারা আমাদের এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে দিতে চাইছে না ? যারা ভয় পাচ্ছে। কিসের ভয় পাচ্ছে ? ভয় পাচ্ছে,বড় পার্থ তো ধরা পড়ে গেছে, জামালপুরের ছোট ছোট পার্থ গুলোর কি অবস্থা হবে তার জন্য।পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির রক্তের তেজ এমন ছিল যারা শুধুমাত্র শরীরের রক্ত দিয়ে কাজের জায়গা বক্রেশ্বরও তৈরি করতে পারে, প্রয়োজন পড়লে সেই রক্ত দিয়েই চোর গুলোকে জেলের ঘানি খাটাবে। আর তার জন্য ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডের সমাবেশ।যে কৃষকরা প্রতিদিন এই জামালপুরের বুকে, পূর্ব বর্ধমানের বুকে আত্মঘাতী হচ্ছেন আর দিদিমণি রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখে বলছেন যে তরকারিতে নুন কম হয়েছে বলে স্বামী স্ত্রীতে ঝামেলা;তাই কৃষকরা আত্মঘাতী হচ্ছেন,তাই সুইসাইড করছেন।কি বলতে চাইছেন ? কাদেরকে রক্ষা করতে চাইছেন ? এই বিডিওদেরকে ? যে বিডিওরা গোপনে ডুপ্লিকেট ব্যালট ছাপিয়ে নিয়ে মানুষের ভোটের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে চুরির রাজত্ব কায়েম রাখতে চাইছে ? কাদেরকে রক্ষা করতে চাইছেন ? এই পুলিশদেরকে ? যারা উপপ্রধানকে স্যালুট করে আসে অন ক্যামেরায়। কাদেরকে রক্ষা করতে চাইছেন ! সেই পুলিশরা যারা এখনও পর্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ঐ যে রঞ্জিত মন্ডল থেকে শুরু করে কাকলি ক্ষেত্রপালরা মরে গেল তাদের একটা চার্জশিট দিতে পারে না। ব্রিগেডের মাঠে সব অন্যায়,সব অত্যাচারী, সারের কালোবাজারি, বীজের কালোবাজারি ,আলু, ধানের বীজ এই সবের যারা কালোবাজারি করেছে আর তাদেরকে যারা রক্ষা করেছে তাদেরকে চার্জশিট দিতে আমাদের ব্রিগেডের সমাবেশ।আর মানুষ শিখিয়েছে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করতে গেলে গণতন্ত্রের প্রয়োজন, আর গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।গোটা রাজ্যের বুকে মানুষরা বলছেন তোমরা কেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে,তোমরা আনন্দ করতে করতে ইনসাফ চাইছ। আরে, যখন পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বেকার যুব সমাজ রাস্তায় নেমে আসে দুশমনের বিরুদ্ধে বা নিজের দাবি আদায়ে, উৎসবের নামেই তারা নামে। আজকে আমাদের যে দাবি আদায়ের উৎসব,সেই উৎসবেও বাজনা আছে। আর ব্রিগেডের মাঠেও যে বাজনাটা বাজবে সেটা আমার আপনার পশ্চিমবঙ্গের শস্যশ্যামলা ধরণী থেকে বুনো শুয়োর, বুনো হাতি আর বুনো ইঁদুর গুলোকে তাড়ানোর বাজনা বাজবে।"

মন্দ কথা (শ্রীমন্দ)

মুরগি মরুক ময়ূর পোষো
সাত্ত্বিক দেশ একটু রোষো
ভুক্তভোগী অভুক্তরা আকাশপানে চাও
চন্দ্র জয়ে মন ভরে যাক
শুকনো হেসে যাও

চন্ডীতলার মশাটে গেইলের প্রকল্পের জন্য জোর করে কম দামে কৃষকদের কাছ থেকে জমি লিখিয়ে নিতে চাইছে জমি মাফিয়ারা,অভিযোগ। চাষীদের পাশে আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

(প্রথম পাতার পর)

রেফার রোগের অভিযোগ

এসএসকেএম থেকে এনআরএস।এনআরএস থেকে হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। সেখানে কার্যত বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয় রোগীকে, অভিযোগ। পাঁচ পাঁচটি হাসপাতাল ঘুরেও ভর্তি করানো গেল না শবরী চক্রবর্তীকে।কোথাও বেড নেই, কোথাও চাওয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা,আবার কোথাও বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখার অভিযোগ। গোটা রাত প্রায় বিনা চিকিৎসায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসতে হয় এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। শেষ পর্যন্ত শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে সিসিইউতে ভর্তি করা হয় শবরী চক্রবর্তীকে।স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপে শনিবার সন্ধ্যায় ওই রোগীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ভর্তি নেয় বলে জানা গেছে।

দিন কয়েক আগে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল হুগলির জাঙ্গিপাড়ার তাপস কর্মকারের।গত ১৪ নভেম্বর জাঙ্গিপাড়ার বোমনগর এলাকার বাসিন্দা দিনমজুর তাপস কর্মকারের একমাত্র ছেলে রুদ্র(১১) একটি নির্মিয়মাণ বাড়িতে কাপড় বেঁধে দোলনা করে খেলতে গিয়ে হঠাৎ পিলারের একাংশ ভেঙে গিয়ে চাপা পড়ে চোট পায় পায়ে ও কোমরে।তাকে প্রথমে জাঙ্গিপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কোমরের আঘাত গুরুতর হওয়ায় পরের দিন সেখান থেকে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতাল রোগীকে রেফার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে।স্পাইনাল কর্ডে আঘাত গুরুতর হওয়ায় দ্রুত অপারেশন করা দরকার বলে আবার শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল রোগীকে পাঠিয়ে দেয় পিজি হাসপাতালে। পিজি হাসপাতাল থেকে রোগীর পরিবারকে জানানো হয় বেড নেই। রুদ্রর মা ছবি কর্মকারের অভিযোগ,''ডাক্তারদের পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলেও এই শীতের রাতে ট্রলি সহ রোগীকে এমার্জেন্সি থেকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়।" অবশেষে চারটি হাসপাতাল ঘুরে রুদ্রকে নিয়ে আসা হয় তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে। সেখানেই রুদ্রের অপারেশন হয় বলে জানা গেছে। প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলা সত্ত্বেও কেন সারছে না হাসপাতালের রেফার রোগ? সরকারি হাসপাতাল থেকে কেন ফেরানো হচ্ছে মুমূর্ষ রোগীদের? কেন বার বার রেফার রোগের চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ ? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

(প্রথম পাতার পর)

বকেয়া মিটিয়ে বঞ্চিতদের লড়াই

হোল্ডারদের বকেয়া টাকা। যে সমস্ত জব কার্ড হোল্ডার তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একশো দিনের কাজের বকেয়া আদায়ের দাবিতে দিল্লি গিয়েছিলেন, অভিষেক ব্যানার্জির পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল তাদের প্রাপ্য টাকা ও শুভেচ্ছা পত্র। ধনেখালি ব্লকের ভাস্তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশির মালিক ও সুভাষ ঘোষ এবং গুড়বাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিমল কোড়া,সুমন মুর্মু ও সুভাষ কোড়া একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে তৃণমূলের ডাকে দিল্লি গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা ও অভিষেক ব্যানির্জির দেওয়া শুভেচ্ছা পত্র তাদের হাতে তুলে দিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শুভেচ্ছা পত্রে বঞ্চিতদের লড়াই-আন্দোলনে থাকার বার্তা দিয়েছেন অভিষেক ব্যানার্জি।

(প্রথম পাতার পর)

রক্ত দেব, বেইমানদের কাছে

করে দাও, তাহলে পিএম কেয়ারের হাজার হাজার কোটি টাকার হিসাবটা কে দেবে, বিজেপিকে সরকারকে তার জবাব দিতে হবে।" তিনি আরও বলেন,''২০২৪ এর নির্বাচন আমাদের সকলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।এই নির্বাচন মরণ বাঁচন নির্বাচন।কারণ বিজেপি যেভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে শেষ করে দিতে চাইছে তার জবাব সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দিতে হবে। একটা বুথও এই বাংলা থেকে আমরা ছাড়বো না।" ''বিজেপি যেন চোখ তুলে দাঁড়াতে না পারে এই বাংলার বুকে" - কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এই শপথ নেওয়ার ডাক দেন তিনি।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোগাছিয়া বান্ধব সমিতির পরিচালনায় রবিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। ''তুচ্ছ নয় রক্তদান, বাঁচাতে পারে একটি প্রাণ''- এই বার্তাকে সামনে রেখে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও দোগাছিয়া বান্ধব সমিতির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই মহতী শিবিরে ১২ জন মহিলা সহ মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন বলে জানা গেছে। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি ১৯ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে কম্বল তুলে হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে।উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ্ব উমাশঙ্কর কুমার, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাজাহান মন্ডল, দোগাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিক শুকলাল দাস, দোগাছিয়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে কলকাতায় চিকিৎসকদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্যালেস্টাইনের গাজায় হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স ও হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ওপর ইসরায়েলি সেনা বোমা বর্ষণ করছে।শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠছে হত্যালীলা চালানোর। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং রোগী, ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারত্তএর ডাকে ২০ নভেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালিত হল।তারই অংশ হিসাবে কলকাতায় প্রতিবাদ ও সংহতি মিছিল সংগঠিত হয়।প্রায় তিন শতাধিক ডাক্তার-নার্স-প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, মেডিক্যাল-ডেন্টাল নার্সিং-প্যারামেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের এক সুসজ্জিত মিছিল নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ থেকে মৌলালী, শিয়ালদহ ফ্লাইওভার, কলেজ স্ট্রিট হয়ে মেডিক্যাল কলেজ কলকাতায় সমাপ্ত হয়।

এ দিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ্ব ভবানীশংকর দাস, সহ-সভাপতি ডাঃ্ব অশোক সামন্ত, সহ-সভাপতি ডাঃ্ব তরুণ মন্ডল, সম্পাদক ডাঃ্ব অংশুমান মিত্র, সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ্ব দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, নার্সেস ইউনিটির সম্পাদিকা সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জি প্রমুখ।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধরনা মঞ্চে বিধায়কদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

AFFIDAVIT

I, SUNIL CHANDRA, S/O Nimai Chandra, aged about 55 years, by faith Hindu, now residing at VILL. Srikrishnapur P.O. Dasghara, P.S. Dhaniakhali, Dist Hooghly, do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no.3085 dated 29.09.2023 at the court of 1st Class Judical Magistrate of Hooghly(Sadar) at Chinsurah as under -

1. That my actual date of birth is 24/05/1968 which have been recorded correctly in my Aadhaar card vide no. 4717 8786 8512, now it is declared by me by this Affidavit.
2. That inadvertently in my "PAN" card being No. ANPPC6347Q where my date of birth has been recorded as 22/12/1966. now it is declared by me by this Affidavit.
3. That my actual date of birth is 24/05/1968, now it is declared by me by this Affidavit.
4. That this Affidavit will be treated as irrevocable declaration as well as will be enforceable by law in all respects and everywhere in connection with the above noted facts.

(প্রথম পাতার পর)

এক নজরে

- ''বিশ্বকাপ ফাইনাল কলকাতায় হলে আমাদের ছেলেরা জিতত'', নেতাজি ইনডোরে দলীয় অধিবেশনে বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ধনেখালির হাজিপুর মসজিদ থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা চুরি হওয়ার অভিযোগ ! বিগত কয়েক মাস ধরে ধনেখালি ব্লকের একাধিক মসজিদে চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ।
- হুগলির পোলবায় মদের কারখানায় আয়কর হানা। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ।
- বাংলার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
- '' কেস টেস দিয়ে পুলিশকে দিয়ে হ্যারাসমেন্ট করে আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। অভিষেক ব্যানার্জি আর তার পিসিমনিকে প্রস্তুত থাকতে বলছি আগামী দিনে ডায়মন্ড হারবারে দেখা হবে '', গড়ফা থানা থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
- তীরে এসে ডুবল তরী।টানা ১০টি ম্যাচ জেতার পর ফাইনালে বড় ধাক্কা খেল ভারত।ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট জয় করল অস্ট্রেলিয়া।ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।
- মিস ইউনিভার্স ২০২৩ খেতাব জিতলেন নিকারাগুয়ার সেনিস পালাসিওস।
- এখন থেকে চিঠি পাঠাতে গেলেও দিতে হবে ১৮ শতাংশ জিএসটি ! ১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে নয়া নিয়ম।কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বোঝা বাড়ল আম জনতার ওপর।
- ''মমতা ব্যানার্জি তার কালীঘাটের দু'টো টালি বিক্রি করে পাঁচশো টাকা, হাজার টাকা দিচ্ছে না আপনার আমার মাকে ! আপনার আমার মেহনতের টাকা থেকেই আপনাকে আমাকে দিচ্ছে। বরঞ্চ মধ্যিখানে ওরা লুট করে নিচ্ছে,ডাকাতের দলগুলো লুট করে নিচ্ছে'', বিস্ফোরক আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।
- রাস্তা খারাপের জন্য ঢোকেনি অ্যাম্বুলেন্স ! খাটিয়ায় চাপিয়ে ১০ কিমি দূরে হাসপাতালের পথে মৃত্যু হয় রোগীর ! মালদার বামনগোলার ঘটনা ঘিরে তুলকালাম রাজ্য রাজনীতি।
- ''রাস্তা খারাপ নয়, ভাগ্যে ছিল তাই মৃত্যু'',বামনগোলা কান্ডে অবাস্তব যুক্তি রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর ! সমালোচনায় সরব বিরোধীরা।
- হুগলি গ্রামীণ পুলিশের গুড়াপ থানার পক্ষ থেকে গুড়াপ থানা এলাকার খানপুর, জৌগ্রাম মোড়,রোহিয়া, মৌবেশিয়া,গাড়লমুড়ি,গুড়াপ, ভাস্তারা সহ একাধিকার জায়গায় সারের দোকানে হানা দিল পুলিশ।সারের নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দাম চাষীদের কাছ থেকে যেন না নেওয়ার হয়, সে ব্যাপারে বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। অন্যথায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।
- গোসাবায় তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে খুন! রাধানগর-তারানগর গ্রামের বুথ সভাপতি মুসাকলি মোল্লাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। পথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গেলে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়।
- '' দার্জিলিং জেলা শুধু নয়, বাংলার রাজনীতিতে একটা বিশেষ নাম বিনয় তামাং। আজকে তার মতো ব্যক্তিরা কংগ্রেস দলে যোগদান করার মধ্য দিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গের যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নতুন বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে'', শিলিগুড়িতে কংগ্রেসের কর্মী সভায় মন্তব্য করলেন অধীর চৌধুরী।
- এবার রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি বজায় রাখতে দিতে হবে বায়োমেট্রিক !নোটবাতিল,আধার-প্যান সংযোগ, আধার আপডেট, গ্যাসের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিঙ্কের পর আবারও লাইন, আবারও ভোগান্তির শিকার আম জনতা।
- কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নেই সিটি স্ক্যানের কোনো ব্যবস্থা! সিটি স্ক্যান করতে রোগীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হল দেড় কিলোমিটার দূরে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ! প্রশ্নের মুখে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা।
- ''সরকারকে থাপ্পড় মেরেই চলেছে হাইকোর্ট, থাপ্পড় খেয়েই চলেছে'', বিস্ফোরক হিরণ চক্রবর্তী।
- রাস্তায় বের হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ বাইক বা গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের হার্ড কপি সঙ্গে না রাখলেও চলবে।আইটি অ্যাক্ট ২০০০ অনুযায়ী আপনার মোবাইলে থাকা ডিজি লকার বা এমপরিবহন অ্যাপ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ডিজিটাল কপি দেখালেও চলবে।
- গুড়াপের কংসারীপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সিয়াপুরের চার যুবকের। ইঞ্জিন ভ্যানে করে কাজে আসার পথে বাইপাস থেকে একটি লরি সজোরে ধাক্কা মারে বলে জানা গেছে।
- বাংলায় এসে ২০২৪ এ মোদীকে ফিরিয়ে আনার ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com